অক্টোবর ২০১৩ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২০ ■ জিলক্বদ-জিলহজ্ব ১৪৩৪ ■ বর্ষ ০১ ■ সংখ্যা ০২ ■

এস.ই.এল বার্তা

www.sel.com.bd The Structural Engineers Ltd. এর মুখপত্র e-mail : info@sel.com.bd

আল-কোরআনের বাণী

আর হে নবী, যারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দিন যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলে উঠবে– এ ধরনের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।

-সূরা বাকারাহ্, আয়াত ঃ ২৫

আল-হাদীসের বাণী

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মহামহিম আল্লাহ্ দয়াকে শতভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি (এর) নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং মাত্র একভাগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই একভাগের কারণে সৃষ্টিকুলের একে অপরের প্রতি দয়াপরবশ হয়, এমনকি ঘোড়া তার পায়ের ক্ষুর এই আশঙ্কায় তার শাবকের উপর থেকে তুলে নেয় যাতে সে ব্যথা না পায়।

– আল-হাদীস

নামাযের সময়সূচি

তারিখ	সেহরীর শেষ সময়	সূর্য উদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	এশা শুরু
১লা	৪:৩০	৫:৫২	১১:৫৩	৪:১৯	৫:৫৩	৭:০৪
৫ই	৪:৩১	৫:৫৩	১১:৫১	৪:০৪	৫:৫০	৭:০১
১০ই	৪:৩৪	৫:৫৫	১১:৪৮	৪:০৪	৫:৪৬	৬:৫৬
১৫ই	৪:৩৪	৫:৫৭	১১:৪৬	৩:৫৮	৫:৩৯	৬:৫১
২০শে	৪:৩৬	৫:৫৯	১১:৪৪	৩:৫৪	৫:৩৬	৬:৪৮
২৫শে	৪:৩৮	৬:০১	১১:৪৪	৩:৫০	৫:৩২	৬:৪৪

ব্যবসার নতুন দ্বার উম্মোচন করবে

এস.ই.এল ট্রাইডেন্ট টাওয়ার

ডেস্ক রিপোর্ট ঃ রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী পুরানা পল্টনের ইনার সার্কুলার রোডে ব্যবসার নতুন দ্বার উম্মোচন হতে যাচ্ছে। এখানে তৈরী হচ্ছে "এস.ই.এল ট্রাইডেন্ট টাওয়ার"। ১৪ তলা বিশিষ্ট এ বাণিজ্যিক ভবনে থাকবে ব্যবসার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা। যা আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অন্যতম সহযোগী হবে। এটি কোম্পানির ৯৭ তম প্রকল্প। ট্রাইডেন্ট টাওয়ার তৈরী হচ্ছে দুটি বেইজমেন্ট এ আরসিসি ফ্রেম স্ট্রাকচারে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বেইজমেন্ট এ থাকবে গাড়ীপার্কিং, চালকদের অপেক্ষাগার ও পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা। গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকবে তিন ইউনিট বিশিষ্ট (৯২৬, ২৪৭৭, ২৫২১) বর্গফুট এর কমার্শিয়াল স্পেস। এছাড়াও থাকবে রিসিপসন ডেস্ক, কেয়ারটেকার রুম ও ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল রুম। প্রথম এবং দ্বিতীয় ফ্লোরে হবে ৪০১৩ ও ৪৫৪৯ বর্গফুট এর অফিস স্পেস। তৃতীয় ফ্লোরে থাকবে ৩৬১৭ ও ৪০৬৩ বর্গফুট এর দুই ইউনিট বিশিষ্ট অফিস স্পেস। চতুর্থ থেকে সপ্তম ফ্লোর পর্যন্ত যথাক্রমে- ১৬২৮, ১৯৫৯, ২১৮৫ ও ২৪৩৪ বর্গফুট এর অফিস স্পেস থাকবে। অষ্টম ফ্লোর থেকে দশম ফ্লোর পর্যন্ত ৭৫৭, ৯০৬, ৯৪৩, ৯৬৭, ১০৭০, ১০৭৩, ১১৩৪, ১২০৫ বর্গফুট এর অফিস স্পেস থাকবে। একাদশ তম ফ্লোরে থাকবে ৩৭৭২ ও ৪২২৯ বর্গফুট এর অফিস স্পেস। দ্বাদশ তম ফ্লোরে থাকবে ১১৬০, ১২২৬, ১২৭৩, ১৪০২, ১৪৬৪ ও ১৪৮০ বর্গফুট এর অফিস স্পেস। ত্রয়োদশ তম ফ্লোরে থাকবে ৪৭৩৯ বর্গফুট এর অফিস স্পেস।

প্রজেক্টটি রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত। অনুমোদন নম্বর ঃ নমঅ ৪ / ৩ সি - ৩৯১/২০১০/৬১৪/ স্থা, তারিখ-১২/১০/২০১০ ইং।

প্রজেক্টটির পূর্ণ ঠিকানা ঃ ৫৭, পুরানা পল্টন লেন, ইনার সার্কুলার রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

আমাদের উষ্ণ আতিথেয়তায়

ঢাকায় থাকুন

অভিজাত ধানমন্ডি সংলগ্ন ঢাকার প্রাণকেন্দ্র গ্রীন রোডে আপনি, আপনার পরিবার, গ্রুপ কিংবা করপোরেট - সকল গ্রাহকের জন্য

নিরাপদ, মনোরম এবং ঘরোয়া পরিবেশে প্রতিযোগীতামূলক সেবা রেটে আমাদের দক্ষ ও আন্তরিক সেবা প্রদান আপনার অবস্থানকে করে তুলবে তৃপ্তিদায়ক ও নিশ্চিন্ত।

আমাদের সুবিধাসমূহঃ

- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডিলাক্স/স্যুইট বেডরুম (কমপ্লিমেন্টারি কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট সহ)
- রেফ্রিজারেটর
- স্যাটেলাইট চ্যানেল সহ টেলিভিশন
- ২৪/৭ ইন্টারনেট ব্যবহার সুবিধা
- রান্নার সরঞ্জাম সহ কিচেনেট
- রেষ্টুরেন্ট
- ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও রিসিপসনিস্ট
- ২৪ ঘন্টা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্ট্যান্ডবাই স্বয়ংক্রিয় জেনারেটর
- কনফারেন্স/মিটিং রুম
- জিমন্যাসিয়াম

SEL-nibash hotel
& serviced apartments, Dhaka

গ্রীন সেন্টার, ৩০ গ্রীন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ

ওয়েবসাইট: www.selnibash.com.bd

সুশাসন এবং রাজনীতি

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল মন্ত্র কেমন হওয়া উচিৎ

বাংলাদেশ আমাদের সকলের প্রিয় মাতৃভূমি। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন, সার্বভৌম এই দেশটি স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ ৪২ বছর পরেও সংকটময় একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে মূলত আমাদের নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য আর রাজনৈতিক বিভেদ ও প্রতিহিংসার কারণে। আমরা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছি কে কী করছি, বুঝতে পারছিনা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আগুনে কীভাবে পুড়ে যাচ্ছে আমাদের জন্মভূমির অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এরকম একটি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, সুশাসন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূল মন্ত্র কী রকম হতে পারে বা হওয়া উচিৎ- আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু মূলত সেটিই।

বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন রাজনীতির যে কদর্য রূপ সকলের সামনে প্রকটভাবে দৃশ্যমান– রাজনীতির গতানুগতিক সেই ধারাটিকেই আমার দৃষ্টিতে আগে পরিবর্তন করা উচিৎ। প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার লক্ষ্যে পরিচালিত সংঘাত ও কাদা ছোড়াছুড়ির রাজনীতি পরিত্যাগ করতে হবে। পাশাপাশি পারস্পরিক

প্রকৌশলী মো. আব্দুল আউয়াল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের সুস্থধারার রাজনীতি চর্চা করতে হবে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ– এর পেছনে যার যতটুকু অবদান আছে তা স্বীকার করে নিয়ে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে হবে। তা হলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্মের রাজনীতিকদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবেন। অতীতে কে কি ভুল বা অন্যায় করেছে তার উদাহরণ টেনে নিজেরা আরও বড় ভুল বা অন্যায় করবো তা হতে পারে না। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনগুলোতে কিভাবে এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে কথা ভাবতে হবে।

একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য বা চ্যালেঞ্জ কী? জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করাই যে কোনো রাষ্ট্রের প্রধান চ্যালেঞ্জ। কারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা না গেলে আইনকানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা কোনোটিই ঠিকমতো কাজ করবে না। যারা আইন প্রয়োগ করবেন আর যাদের ওপর আইন প্রয়োগ করা হবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এটি সমভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ বাহিনী এবং তাদের কর্মকান্ড নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক রকম আলোচনা-সমালোচনা করি; কিন্তু এটি চিন্তা করিনা যে তাদেরও একটি সংসার, পরিবার-পরিজন সবই আছে। তাদের ভরণ-পোষণ, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া ইত্যাদির খরচ সবই তাদের বহন করতে হয়। তাছাড়া অবসর গ্রহণের পর মাথা গুঁজার চিন্তাও তাকে করতে হয়। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই। আমাদের রাষ্ট্র কী সেই দায়িত্বটি আদৌ পালন করতে পেরেছে?

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

সুশাসন ও রাজনীতি

(প্রথম পাতার পর)

আমারতো ধারণা এই কাজটি কেউ দায়িত্ব বলে মনেও করেনি। এ অবস্থায় প্রশ্ন আসবে রাষ্ট্র সেটি কীভাবে করবে এবং কাদের মাধ্যমে করবে? আমার বক্তব্য- এজন্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সে সকল পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। কারণ সুশাসন ছাড়া কোন রাষ্ট্রই সফলকাম হতে পারে না। আর সুশাসন মানেই যোগ্য লোকের শাসন। আমার দৃষ্টিতে যোগ্য লোক তারাই যারা- ১. সৎ; ২. দক্ষ; ৩. নিঃস্বার্থ; ৪. দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এবং সর্বোপরি ৫. দেশপ্রেমের আদর্শে উজ্জীবিত। উল্লিখিত গুনাবলীসম্পন্ন লোকদের দ্বারাই প্রকৃত অর্থে সুশাসন সুনিশ্চিত করা সম্ভব। পাশাপাশি দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে আঞ্চলিকতা পরিহারপূর্বক কোটা পদ্ধতির বাইরে গিয়ে সত্যিকারের মেধাবীদের শাসন কায়েম করতে হবে। প্রশাসনের সর্বস্তরে মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক খুঁজে বের করে সঠিক লোককে সঠিক জায়গায় বসাতে হবে এবং তাদের কর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক আনুগত্য এক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই বিবেচনায় আসবে না। তাছাড়া সমাজে সম্মানে চলার মতো বেতন-ভাতাদিও নির্ধারণ করতে হবে। অবসর গ্রহণের পর তাদের যাতে পরিবার-পরিজন নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে না হয় সে ব্যবস্থাও রাষ্ট্রকেই করতে হবে।

> *আমরা যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি, উচ্চ ডিগ্রীধারী হয়েছি এর পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার কতটুকু বাবা-মায়ের দেয়া আর কতটুকু রাষ্ট্রের তথা জনগণের সেটিও গভীরভাবে ভাবতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখেনা আমাদের শিক্ষার পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার সিংহভাগই রাষ্ট্রের তথা জনগণের। তাহলে আমরা কী জনগণের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে রয়েছি না? আর এই ঋণ কি পরিশোধ করতে হবে না?*

আরেকটি কথা- কোনো ব্যক্তি যখন মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হন তখন কিন্তু তিনি আর নির্দিষ্ট কোনো একটি এলাকার মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী থাকেন না তিনি হয়ে যান সমগ্র দেশের মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী। তাই নির্বাচিত ওই মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীকেও তার এলাকাভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে দেশ ও জাতীয় উন্নয়নের চিন্তাকে বুকে ধারণ করতে হবে এবং তাদের কর্মের মাঝেই সেটিকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যে দলই যখন সরকার ও দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকুক না কেনো তাদেরকে অনুরোধ করবো ক্ষমতা পেয়ে গেছেন এমনটি ভাববেন না। কারণ ক্ষমতা মানুষকে অন্ধ করে দেয়, নীতিহীন করে দেয়- এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। নিজেদের ওপর অর্পিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে 'আমানত' হিসেবে গণ্য করে প্রজ্ঞা ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে সেটিকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই জনগণ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে মাথায় তুলে রাখবে।

উদাহরণ হিসেবে সিঙ্গাপুরের প্রসঙ্গ এখানে আসতে পারে। শুধুমাত্র সুশাসন সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে বিধায় লি কুয়ান ইউ'র নেতৃত্বাধীন পিপল্‌স অ্যাকশন পার্টি (পিএপি) সেই ১৯৫৯ সাল থেকে অদ্যাবধি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে। সিঙ্গাপুরের 'ট্যালেন্ট হান্টিং প্রোগ্রাম' বিশ্বব্যাপী অনুকরণীয় একটি কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর আওতায় ভবিষ্যত নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৪৫০ জন ছাত্রকে র‍্যাফেলস ইনস্টিটিউশনে এবং ৪৫০ জন ছাত্রীকে র‍্যাফেলস গার্লস হাইস্কুলে ভর্তি করে তাদেরকে ভবিষ্যত নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম করে গড়ে তোলা হয়। শুধু দেশ পরিচালনা নয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে এরাই নেতৃত্ব প্রদান করে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনাতো দূরের কথা সেখানে দলেও মেধাহীনদের কোনো স্থান নেই। আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি লি কুয়ান ইউ বুঝতে পেরেছিলেন ছোট্ট একটি দেশ সিঙ্গাপুর। এ দেশটিকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন- সুশাসন নিশ্চিত করা। আর সেই কাজটিই তার দল নিষ্ঠার সাথে করতে সক্ষম হয়েছে, জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে- তাই সিঙ্গাপুর আজ বিশ্বের বুকে অনুকরণীয় একটি মডেল রাষ্ট্র।

প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে চাই- আমরা যারা পড়ালেখা করে সমাজের উঁচু স্তরে অবস্থান করছি- শিক্ষক, চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী যে যে পেশাতেই আছি আমাদের নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের কথাও আমাদেরকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আমরা যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি, উচ্চ ডিগ্রীধারী হয়েছি এর পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার কতটুকু বাবা-মায়ের দেয়া আর কতটুকু রাষ্ট্রের তথা জনগণের সেটিও গভীরভাবে ভাবতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখেনা আমাদের শিক্ষার পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার সিংহভাগই রাষ্ট্রের তথা জনগণের। তাহলে আমরা কী জনগণের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে রয়েছি না? আর এই ঋণ কি পরিশোধ করতে হবে না? জানি এ ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা কখনোই হয়তো সম্ভব নয় তবে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বটুকু অন্তত সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে কিছুটা হলেও দেশ বা সমাজের প্রতি আমাদের যে ঋণের বোঝা তার কিছু অংশ লাঘব করতে পারি। এর ফলে রাতারাতি হয়তো বা সমাজের তেমন কোনো পরিবর্তন আসবেনা তবে ধীরে ধীরে ঠিকই তার প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে আমরা যে স্থান থেকে উঠে এসেছি অর্থাৎ নিজ নিজ গ্রামের দিকেই আগে ফিরে তাকাতে পারি। আর কিছু না হোক গ্রামের সেই প্রাইমারি স্কুলের দিকেও যদি একটু করে নজর দেই দেখবো সেখানেও অনেক কিছু করার আছে। আর এভাবে প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ গ্রামটিকে আমরা একটুখানি হলেও এগিয়ে নিতে পারি তাহলেই একসময় সমগ্র বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।

আপনিও লিখুন

এস.ই.এল পরিবারের সদস্য হলে আপনিও লিখতে পারেন *'এস.ই.এল বার্তা'য়*। জানাতে পারেন আপনার এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সফলতার কথা।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

এস.ই.এল বার্তা
এস.ই.এল সেন্টার (৩য় তলা)
২৯, বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান সড়ক
পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।
e-mail : selbarta@gmail.com

উচ্চতর ডিগ্রি লাভ

অত্র প্রতিষ্ঠানের এজিএম, কোয়ালিটি অ্যাসুয়্যারেন্স এবং ম্যানেজমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ, প্রকৌ. মো. হাফিজুর রহমান, (পিইঞ্জ), সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা **ফৌজিয়া রহমান মৌরী** এবং জামাতা **মনন-বিন ইউনুস,** ডেসাও ইনষ্টিটিউট অব আর্কিটেকচার, অ্যানহ্যাল্ট ইউনিভার্সিটি, জার্মানী থেকে স্থাপত্য বিষয়ের উপর মাষ্টার ডিগ্রি লাভ করে গত ০৫.০৯.২০১৩ তারিখে দেশে ফিরেছেন। তাঁরা দু'জনই ২০১১ সালে বুয়েট থেকে একই বিষয়ের উপর গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁদের অনন্য এই মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে সামনের দিনগুলোকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দময় করে তুলতে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী।

রোগমুক্তি এবং সুস্থ থাকার জন্য

বিশ্বব্যাপী সমাদৃত, সুপ্রাচীন ন্যাচারাল পদ্ধতি "ইয়োগা"

আমরা যারা ঢাকায় থাকি তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। নির্মল অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাসের অভাব, ভেজাল ও ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যালযুক্ত ও পুষ্টিহীন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ, অনিরাপদ খাবার পানি পান আমাদের শারীরিক সুস্থতাকে প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত করছে।

অন্যদিকে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও চাকরী বা ব্যবসা সংক্রান্ত মানসিক চাপ বা 'স্ট্রেস' আমাদের হার্ট, ফুসফুস, ব্রেনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এ সবকিছুর সাথে আরো যা যোগ হয়েছে তা হল, আমাদের সঠিক জীবন-প্রণালী (লাইফ-স্টাইল) সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, খাদ্যের পুষ্টিগুণ, রান্না ও সংরক্ষণ পদ্ধতি কিংবা দিন বা রাতের কোন সময় কোন খাদ্য গ্রহণ/বর্জন করা উচিত এ সম্পর্কিত অজ্ঞতা, শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন- লিভার, কিডনি, হার্ট, ফুসফুস, পিত্ত ইত্যাদির কার্যপ্রণালী এবং যত্ন সম্পর্কিত জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা, প্রয়োজনীয় শারীরিক কসরৎ/ব্যায়াম সম্পর্কে উদাসীনতা, না বুঝে যখন তখন এন্টিবায়োটিকসহ অন্যান্য ঔষধ সেবন, ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি। সর্বোপরি জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলার (ডিসিপ্লিনের) অভাব।

> *যোগ ব্যায়াম বা ইয়োগা হচ্ছে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সুস্থতা এবং সমন্বয় বিষয়ক বিদ্যা।*
> ভারতীয় উপমহাদেশে সৃষ্ট এই জ্ঞান নিয়ে উন্নত বিশ্বে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে।

উপরের সমস্যাগুলোর পক্ষে যুক্তি কেউ কেউ দিতেই পারেঃ যেমন- সময়ের অভাব, টাকা-পয়সার অভাব, সঠিক চিকিৎসার অভাব, কাজের চাপ, সুস্থ বিনোদনের অভাব ইত্যাদি। এ কথা ঠিক যে এসব যুক্তি অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তবে যুক্তি যাই হোক ফলাফল হচ্ছে আপনি শারীরিক বা মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারছেন না। আর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা একে অপরের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

একবার ভেবে দেখেছেন, ২০ বা ৩০ বছর আগের তুলনায় এখন কত সংখ্যক মানুষ অল্প বয়সে, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি বা লিভার সংক্রান্ত রোগ, হাঁপানী বা ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। কেবলমাত্র পিতা-মাতার অজ্ঞতার কারণে আজকাল ঢাকার স্কুলগুলোতে স্থূলকায় অথচ পুষ্টিহীন, বলহীন, পর্যাপ্ত মানসিক বৃদ্ধিহীন এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ বাচ্চাদের দেখা যায়, তা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। শিশু বয়স থেকে ডায়াবেটিস হচ্ছে এমন অনেক শিশুর খবর আজকাল অহরহ পাওয়া যায়। জীন/বংশগত কারণ ছাড়াও আমাদের সুস্থতা বিষয়ক পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব এবং তথাকথিত ফাস্টফুড গ্রহণ, শারীরিক কসরৎ না করা, দীর্ঘ সময় ঘরে বসে ভিডিও গেমস্ খেলা বা টিভি দেখা ইত্যাদি এসকল বাচ্চাদের জীবন হুমকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিশুদের অনেকেরই হয়তো সারা জীবন এই অসুস্থতা বয়ে বেড়াতে হবে। শারীরিকভাবে সুস্থ ও পর্যাপ্ত মানসিক বিকাশ বিহীন শিশুর পক্ষে ভবিষ্যতে নিজের পরিবারের সর্বোপরি দেশের ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখা খুব দুরূহ ব্যাপার।

উন্নত বিশ্বগুলোতেও যে অসুস্থতা বাড়ছে না তা নয়, তবে তাদের কারণ হয়তো ভিন্ন এবং তাদের অসুস্থতার ধরণও ভিন্ন। মেডিকেল সাইন্স প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে অথচ তা স্বত্বেও মানুষের অসুস্থতা বেড়েই চলেছে। সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নতুন অসুখের। নিজের শরীর এবং মন এর সুস্থতার নিয়ামক সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান এর অভাব অন্যতম একটি কারণ হিসাবে ধরা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সহজপাচ্য খাবার বাদ দিয়ে অতিরিক্ত তেল সমৃদ্ধ ভাজা-পোড়া খাদ্য, টেস্টিং সল্ট সমৃদ্ধ ফাস্টফুড, অপ্রয়োজনীয় পরিমাণ আমিষ ও চর্বিযুক্ত খাবার, তথাকথিত কোল্ড ড্রিংকস্ ইত্যাদির জন্য গ্যাস্ট্রিক জাতীয় অসুখ আমাদের দেশে এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে গ্যাস্ট্রিক এর সমস্যায় ভুগছেন না এমন লোক হয়তো খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। আর ফার্মেসীগুলোতে এই ঔষধ এর বিক্রি দেখলেও তা অনুধাবন করা যায়। অথচ এই গ্যাসের সমস্যা হাঁপানী, হার্ট এর অসুখ কিংবা উচ্চ রক্তচাপ এর উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। রাতের ঘুমের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এমন অনেক মানুষের ব্যাপারে খোঁজ নিলে দেখা যায় উনি আগের রাতে খুব তেল ও মসলা জাতীয় গুরুপাক খাবার খেয়েছেন এবং সেই খাবার হজমের জন্য যথাসম্ভব সময় না দিয়ে ঘুমাতে গেছেন। এ রকম আরো উদাহরণ দেয়া যাবে যার মূল কারণ আমাদের পর্যাপ্ত জ্ঞানহীনতা এমনকি শিক্ষিত হওয়া স্বত্বেও এবং জ্ঞান থাকা স্বত্বেও সচেতন হবার মানসিকতার অভাব।

ঔষধ খেয়ে, সার্জারি করে সুস্থ থাকা নয় বরং ঔষধ বা সার্জারীর যেন প্রয়োজন না হয় সেরকম জীবন-যাপন করাই এখন উন্নত বিশ্বগুলোতে মেডিক্যাল সাইন্সে গবেষণার বস্তু ও একটি চ্যালেঞ্জ। ছুরি-কাচির নীচে যেতে কোন মানুষই চায়না। এমন অনেককে দেখা যায় যারা বাইপাস অপারেশনকে বাইপাস করার উপায় খুঁজতে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন। তাদের অসহায়ত্ব খুব কষ্টকর।

উন্নত বিশ্বে এই রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক গবেষণা লব্ধ জ্ঞান থেকে বিশ্বখ্যাত চিকিৎসকরা একযোগে যোগ ব্যায়াম বা ইয়োগার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। যোগ ব্যায়াম বা ইয়োগা হচ্ছে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সুস্থতা এবং সমন্বয় বিষয়ক বিদ্যা। ভারতীয় উপমহাদেশে সৃষ্ট এই জ্ঞান নিয়ে উন্নত বিশ্বে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সুফল উপলব্ধি করে আমেরিকার বহু চিকিৎসক রোগীদের ঔষধ এর পাশাপাশি 'ইয়োগা'র পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় এবং অপর একটি সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে দেখা গেছে ২০০৭ সালে শতকরা ৩৮ ভাগের বেশি আমেরিকান নাগরিক 'ইয়োগা' করে থাকেন এবং এই সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকা, ভারতসহ পৃথিবীর বহু দেশের ডাক্তাররা এখন তাদের রোগীদের প্রেসক্রিপশনে ঔষধ এর পাশাপাশি যোগ ব্যায়াম/ইয়োগা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে এখানে একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় আমেরিকান গবেষকরা খেয়াল করেছেন ডাক্তারের পরামর্শে যেসকল রোগী 'ইয়োগা' করেছেন তাদের চেয়ে যারা স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ নিয়ে 'ইয়োগা' করেছেন তারা বেশী সুফল পেয়েছেন।

যে কোন মেশিন এর নিয়মিত বিরতিতে রক্ষণাবেক্ষণ বা মেইনটেনেন্স দরকার হয়। মহান সৃষ্টিকর্তার দেয়া সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের মহামূল্যবান শরীরটাও ঠিক তেমনি। সঠিক যত্ন বা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ নির্ধারিত সময়ের আগেই রোগাক্রান্ত বা বিকল হয়ে যেতে পারে। অথচ নিয়ম-শৃঙ্খলা বিহীন ভাবে জোর করে আমরা আমাদের এই শরীরটাকে নানা অত্যাচারের ভিতর দিয়ে শুধু চালিয়েই নিতে চেষ্টা করি। প্রতিটা মানুষের শরীর কতটা মূল্যবান সম্পদ তা প্যারালাইজড একজন রোগীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। শরীরের যত্নের কথা বললে অনেককে বলতে শোনা যায় 'কয় দিন-ই বা বাঁচবো' এধরনের কথা। কিন্তু এমন উদাহরণ কি আমরা দেখিনি যে, একজন লোক ১৫/২০ বছর বা তার চেয়েও অধিক সময় ধরে অসুস্থ হয়ে, শারীরিকভাবে পুরোপুরি অক্ষম হয়ে, হাঁটা চলার জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে আছেন। মৃত্যু তাকে দীর্ঘ এই সময়ে স্পর্শ করেনি। এরকম বেঁচে থাকা কোন মানুষের কাম্য হতেই পারে না। নিজের জন্য, নিজের বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির কথা ভেবে আগে নিজেকে সুস্থ থাকতে হবে। প্লেনে উড্ডয়নরত অবস্থায় দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে এ সংক্রান্ত ভিডিওতে দেখানো হয় আগে নিজে অক্সিজেন মাস্ক পড়ে নিয়ে তারপর বাচ্চাদের সাহায্য করতে। নিজে সুস্থ থাকলে অন্যের উপকার বা মানুষের সেবা করা সম্ভব। তাই নিজের সুস্থতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে খাদ্য হতে শুরু করে প্রতিক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাপনের অভ্যাস তৈরী করতে এবং সঠিকভাবে স্ট্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি জেনে জীবনকে আরো অর্থবহ করতে যোগ ব্যায়াম/ইয়োগাকে নিজের জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করুন।

দুটো 'ইয়োগা' সেন্টার এর ঠিকানা নীচে দেয়া হলো ঃ

"প্রত্যয়" ইয়োগা সেন্টার	"পাতঞ্জল" যোগ সেন্টার
ফ্ল্যাট নং- বি-১, বাড়ী নং- ১১, রোড নং- ০৭ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।	বাড়ী নং- ০৮, রোড নং- ০৬, ব্লক- বি, সেকশন- ১৩, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
ক্লাশ সময় ঃ প্রতি শনি, সোম ও বুধবার ৪:০০ টা থেকে ৫:০০ ও ৭:০০ টা থেকে ৮:০০ টা (মহিলা) ৫:০০ টা থেকে ৬:০০ টা ও ৮:০০ টা থেকে ৯:০০ টা (পুরুষ)	ক্লাশ সময় ঃ প্রতি রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার ৪:০০ টা থেকে ৫:০০ ও ৭:০০ টা থেকে ৮:০০ টা (মহিলা) ৫:০০ টা থেকে ৬:০০ টা ও ৮:০০ টা থেকে ৯:০০ টা (পুরুষ)
প্রতি ব্যাচে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) জন।	
অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ০১৮১২-৫০০১১৯, ০১৫৫৬-৫৫০৩০০	

বাংলাদেশে বিশেষতঃ ঢাকায় বেশ কয়েক বছর যাবৎ ইয়োগা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এখন ঢাকার অনেক এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ ইয়োগা করার জন্য রোগীদের পরামর্শ দিচ্ছেন। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ইয়োগা সেন্টার। তবে ইয়োগা যেহেতু কোন প্রকার যন্ত্রপাতি বিহীন কেবলমাত্র ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস এর যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে করানো হয় তাই এক্ষেত্রে 'ইয়োগা ইনস্ট্রাকটর' এর ইয়োগা সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে ইয়োগা সেন্টারের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আলো বাতাসপূর্ণ হওয়া জরুরী। তাই উপযুক্ত প্রশিক্ষকের নিবীড় তত্ত্বাবধানে স্বল্প, মধ্যম অথবা দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স করে প্রাকৃতিকভাবে এবং সহজে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, স্থূলতা, এসিডিটি, হাড় ও পেশীর ব্যাথা, বার্ধক্যজনিত রোগসহ সব বয়সের দীর্ঘ মেয়াদী/কঠিন রোগও সারিয়ে তোলা সম্ভব। প্রয়োজন কেবল সুস্থতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা, লাইফ স্টাইল পরিবর্তনের সদিচ্ছা এবং সেই সাথে কিছুটা ধৈর্য্য সহকারে 'ইয়োগা' অনুশীলন করা।

এস.ই.এল চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন

শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী

এস.ই.এল চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ফাউন্ডেশনের সভাপতি ইঞ্জি. মো. আব্দুল আউয়াল উপস্থিত ছিলেন।

ইবনুল সাঈদ রানা ঃ দেশের প্রধান প্রধান ৫১টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এর ১১২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এস.ই.এল চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন ঢাকার পান্থপথ এস.ই.এল সেন্টার মিলনায়তন এ উদযাপন করলো ২০১৩ সনের দিনব্যাপী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল আউয়াল, সিআইপি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লেখক কলামিষ্ট এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তা জনাব হরিদাস ঠাকুর। দিনব্যাপি অনুষ্ঠানে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনে আমাদের করণীয় বিষয়ে বিভিন্ন উপস্থাপনার মাধ্যমে নীতি এবং নৈতিকতা ঠিক রেখেও জীবন সুন্দর ও সফল করা সম্ভব তা তুলে ধরেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল আউয়াল। প্রশিক্ষক হরিদাস ঠাকুর "সমাজ, বিজ্ঞান এবং ধর্ম সম্মিলনে আমাদের সভ্যতা" শীর্ষক ডিজিটাল উপস্থাপনাসহ পূবক্ষ আলোকপাত করেন।

এস.ই.এল চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের একাংশ

এস.ই.এল চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন দেশের শতাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় অর্ধসহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে শিক্ষা সহযোগিতা দিয়ে আসছে ২০০৯ সন থেকে। প্রতি বছর ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীদের ঢাকায় এনে দিনব্যাপি পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ভবনধস এবং বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড

শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

"ভবনধস এবং বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জি. মো. আব্দুল আউয়াল (ডান থেকে তৃতীয়)

ডেস্ক রিপোর্ট ঃ প্রকৌশল, স্থাপত্য এবং আবাসন শিল্প সংশ্লিষ্ট দেশের একমাত্র পত্রিকা মুক্ত আকাশ এবং শীর্ষস্থানীয় তিন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান - ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি) ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি)'র যৌথ উদ্যোগে ১১ মে ২০১৩ রোজ শনিবার সকাল ১০.৪৫ ঘটিকায় আইইবি কাউন্সিল হল, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), রমনা, ঢাকায় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'ভবনধস এবং জাতীয় বিল্ডিং কোড' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)'র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল হুদা। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বিএসটিকিউএম ও রিহ্যাবের সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী মো. আব্দুল আউয়াল। অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন তিন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি যথাক্রমে- অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি), অধ্যাপক ড. শামীম জেড বসুনিয়া, সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এবং স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন, সভাপতি, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট (আইএবি)। এছাড়া প্যানেল আলোচক হিসেবে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন যথাক্রমে- প্রকৌশলী ফজলুল আজিম, সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অধ্যাপক ড. এ এম এম শফিউল্লাহ, উপাচার্য, আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আ ম ম খাইরুল বাশার, সভাপতি, বিএসটিকিউএম, স্থপতি কাজী গোলাম নাসির, অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবু সাদেক, পিইঞ্জ, পরিচালক, হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনিস্টিটিউট, শহীদুল আমিন, সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ, স্থপতি ইকবাল হাবিব, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, যুগ্ম সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এবং স্থপতি আকিল আকতার চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সূচনা ডেভেলপারস লিঃ। এছাড়াও দেশের শীর্ষস্থানীয় পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশল ও স্থাপত্য পেশাজীবী এবং আবাসন সংশ্লিষ্ট শীর্ষ নীতি-নির্ধারক ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাদের সুচিন্তিত এবং দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যসমূহ উপস্থাপন করেন।

প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠান

গত সেপ্টেম্বর ০৩, ২০১৩ তারিখে প্লট নং- ৪৫৮/১, সেনপাড়া, পর্বতা, মিরপুর ঢাকায় **"এস.ই.এল. মেরিগোল্ড"** নামক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় অংশগ্রহণ

গত ২৬, ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখ ১১তম চট্টগ্রাম বিডি-রেড ফেয়ার'২০১৩ আবাসন মেলা, ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় এস.ই.এল. কো-স্পন্সর হিসাবে অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রামস্থ এস.ই.এল এর নতুন প্রজেক্ট ShaAra-S SEL Heights, প্লট নং- ০১, রোড নং- ০১, ব্লক- 'জি', হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম স্পেসসহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। মেলায় এবারের স্লোগান ছিল "এসো সবুজ নগরী গড়ি"।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও নিরাপত্তা

এস.ই.এল এর নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের **"প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও নিরাপত্তা"** বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে গত অক্টোবর ০৫, ২০১৩ তারিখে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মূল্যায়ন কার্যক্রমে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এস.ই.এল এর মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল। উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার (পিডি) ইঞ্জিঃ আশেক আল মাহবুব, মেডিক্যাল কনসালটেন্ট ডা. কে.এম. শাব্বির ও সহকারী মোঃ রফিকুল ইসলাম ফরিদ। প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করেন এস.ই.এল এর প্রকল্পসমূহে কর্মরত সিনিয়র স্টোর এন্ড এ্যাকাউন্টস্ এ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর এন্ড এ্যাকাউন্টস্ এ্যাসিস্ট্যান্ট ও জুনিয়র স্টোর এন্ড এ্যাকাউন্টস্ এ্যাসিস্ট্যান্টসহ মোট ৬৩ জন। ছবিতে উক্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠানের একাংশ দেখা যাচ্ছে।

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি এস.ই.এল এর কোয়ালিটি এবং কমিটমেন্ট অত্যন্ত উঁচু মানের

আবদুল আউয়াল, সচিব (অবঃ)

আবদুল আউয়াল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রী নেন ১৯৫৭ সালে। এর পরে কর্ম জীবনের মাঝে স্কলারশীপ প্রাপ্ত হয়ে ক্যামব্রীজ ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এর উপর ডিগ্রী নেন। ফেনী কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্ম জীবন শুরু করেন। এর পরে পি.পি.এস-তে কিছু দিন কর্মরত থেকে যোগ দেন সি.এস.পি-তে। স্বাধীনতার পরে সেক্রেটারী হিসেবে যোগ দেন ইলেকশন কমিশনে। দীর্ঘদিন দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৪ সালে পূর্ণ সচিব পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহন করেন। তিনি সম্মানিত ল্যান্ডওনার। তার সাথে এস.ই.এল এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেছেন – আমানুল্লাহ নোমান

কথায় কথায়

আবদুল আউয়াল
সম্মানিত ল্যান্ডওনার

এস.ই.এল বার্তা ঃ ডেভেলপার হিসেবে এস.ই.এল-কে কেন পছন্দ করলেন।

আবদুল আউয়াল ঃ আমার ছেলের মামা শ্বশুরের মাধ্যমে প্রথমে আমি এস.ই.এল এর সন্ধান পাই। খোঁজ খবর নিয়ে এস.ই.এল এর সুনামের কথা জানতে পারি। আমি তাদের কোন ত্রুটির খবর পাই নাই। আমার আস্থাভাজন লোকদের কাছ থেকে এস.ই.এল এর সুনাম শুনে আমি ডেভেলপার হিসেবে এস.ই.এল-কে পছন্দ করেছি।

এস.ই.এল বার্তা ঃ আমাদের কমিটমেন্ট এবং কোয়ালিটি সম্পর্কে কিছু বলুন।

আবদুল আউয়াল ঃ আমিতো ইঞ্জিনিয়ার না যে, আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোয়ালিটির কথা বলবো। স্বাভাবিক দৃষ্টির বিচারে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এস.ই.এল এর কোয়ালিটি এবং কমিটমেন্ট অত্যন্ত উঁচু মানের। আমার কাজে কোন খারাপ জিনিস পাইনি। অনেক বছর হয়েছে তারপরও ফ্লোরের টাইলসগুলো এখনো নতুনের মতো। কাজ শুরুর আগে আমি কিছু টাকা পেয়েছিলাম। আবার প্রজেক্ট হস্তান্তরের পরও এস.ই.এল আমাকে কিছু টাকা প্রদান করে, যা তাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিলনা।

এস.ই.এল বার্তা ঃ এস.ই.এল এর কোন দিকটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে।

আবদুল আউয়াল ঃ ভালোলাগার দিক বিবেচনা করলে আমি সর্বপ্রথমে বলবো প্ল্যান ও ডিজাইনের কথা। আমি তাদের করা প্ল্যান ও ডিজাইনে হাত দিতে পরিনি। আমার বাড়িটির অন্য সব বাড়ি থেকে ব্যতিক্রম হয়েছে। দেখতেও দৃষ্টি নন্দন হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত হলো যে, এস.ই.এল কোন দুই নম্বর মালামাল ব্যবহার করেনা। এদিকটাও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। প্রজেক্ট হস্তান্তরের পরে আমি এস.ই.এল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আউয়াল সাহেবকে আমার স্পেসে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করি। কিন্তু আউয়াল সাহেব বললেন না নামাজের ব্যবস্থা হবে কোম্পানীর স্পেসে। এর পরে তিনি কোম্পানির স্পেসে নামাজ ঘরের ব্যবস্থা করে দেন।

এস.ই.এল বার্তা ঃ এস.ই.এল এর জন্য কিছু পরামর্শ।

আবদুল আউয়াল ঃ এস.ই.এল এর জন্য শুভ কামনা রইলো। ব্যবসার জগতে সততা নিয়ে আরও এগিয়ে যাক এস.ই.এল এই প্রত্যাশা রইলো।

শুভবিবাহ

SEL-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল আউয়াল এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও **SEL**-এর পরিচালক **ইঞ্জিঃ এ.কে.এম. আব্দুল্লাহ (সাইফ)** এবং ধানমন্ডি নিবাসী জনাব মোসলেম উদ্দিন আহমেদ এর কনিষ্ঠ কন্যা **মনিজা আহমেদ (মিতি)** এর শুভবিবাহ গত সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৩ তারিখ সম্পন্ন হয়েছে।
নব-দম্পতির সুখী ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় সকলের নিকট দোয়া কামনা করছি।

10th SAFAAS Convention-2013 এ বাংলাদেশের পক্ষে *The Structural Engineers Ltd. (SEL)* এর উপর *"Success on Implementation of Japanese Management Strategies"* উপস্থাপন করেন *SEL* এর মহাব্যবস্থাপক ইঞ্জিঃ আশেক আল মাহবুব।

ডেস্ক রিপোর্ট ঃ গত ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকতের শহর কক্সবাজারে বাংলাদেশসহ South Asia'র বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৭৫ জন ডেলিগেটদের উপস্থিতিতে 10th South Asian Federation of AOTS Alumni Societies (SAFAAS) Convention-2013 অনুষ্ঠিত হয়। "Strategy for Building a Strong, Financially Viable and Active Alumni" Theme এর আলোকে আয়োজিত এই Convention এ ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশের ৭টি প্রতিষ্ঠান যারা Japanese Management Stategies অনুসরণ করে সাফল্য অর্জন করেছে সেসকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ স্ব-স্ব কোম্পানীর উপর Presentation উপস্থাপন করেন। BAAS (Bangladesh AOTS-HIDA Alumni Society) এর delegate হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একমাত্র Presentation টি "The Structural Engineers Ltd." এর উপর উপস্থাপন করেন অত্র কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক ইঞ্জিঃ আশেক আল মাহবুব। এছাড়া Convention-এ উল্লেখিত Theme এর উপর গ্রুপভিত্তিক আলোচনা ও Cox's Bazar Resolation Declaration এর মাধ্যমে শেষ হয় তিনদিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য এ আয়োজন।

10th SAFAAS (South Asian Federation of AOTS Alumni Societies) Convention-2013 এ অংশগ্রহণকারী অতিথি বৃন্দ

Quality comes first, Profit is its logical sequence

www.sel.com.bd

SEL
A House of Total Quality, Trust & Faith

When it's your money
trust matters
When it's your property
reliability matters
When it's your home
quality matters

Our Apartment Projects:
Uttara, Joarsahara, Bashundhara
Mohakhali, Mirpur, Kallyanpur
Mohammadpur, Kalabagan
Rajabazar, Indira Road, Nikhet
Central Road, Tejkunipara
Zigatola, Gandaria, Tikatuly
Savar, Comilla, Khulna, Chittagong

Our Commercial Projects:
Shamoly, Patlan
Eskaton, Dhanmondi

An ISO 9001:2008 Certified Company

The Structural Engineers Ltd.

Dhaka Office: SEL Centre, 29 West Panthapath, Dhaka-1205
Cell: 01819 558100, 01819 558087, 01819 558086, 01819 558082
01819 558096, 01811 455265, T&T: 9116572, e-mail: info@sel.com.bd
Comilla Office: SEL Fatema Jahanara Tower, Plot-629 & 631, Kandirpar, Comilla
Cell: 01811 459047, 01819 558161, 01811 455268, T&T: 081 63987
Khulna Office: National Tower, 26 Ahsan Ahmed Road, Khulna
Cell: 01811 455262, 01819 558167, T&T: 041 2833179

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইঞ্জি. মো. আব্দুল আউয়াল, ২৯, বীর উত্তম কাজী নূরউজ্জামান সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫ কর্তৃক প্রকাশিত। ফোন : ৯১১৬৫৭২, ০১৮১৯-৫৫৮১৪১